গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা

"মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০২.০৬.০৫৯.১৭- ৮৪৪৭

তারিখঃ ২৫/৫ /১৪২৮ বঃ
০৯/৯ /২০২১ খ্রিঃ

বিষয়: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত।

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নিমিত্ত গঠিত কমিটির আয়োজিত সভার নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বই আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অংশের বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

০৯/৯/২০২১

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এমফিল
মহাপরিচালক
ফোনঃ ২২৩৩৮৩৬১৪

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ:

১। যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ়প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমান সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার গুণগতমান উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

ক্রমবিকাশঃ

১৯৩৯-৪০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কলকাতা ব্যতীত) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন ঢাকার সদরঘাট ফায়ার স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মিঃ এম আর ভূঁইয়া পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তরে রূপ লাভ করে। সে সময় পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিঃ নূরুল করিম জুনায়েদ।

১৯৭৮ সালে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর ঢাকার সদরঘাট থেকে ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল সরকারি উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তরের সমন্বয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেসকিউ ইউনিটকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

২০১৩ সালের ৬ ফ্রেব্রুয়ারি 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারী কল্যাণ সমিতি' মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে।

২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্টেশন অফিসার ও সমমান পদ এবং ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর পদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লিডার এবং ফায়ারম্যান ও সমমান পদগুলোর বেতন ১৮তম গ্রেড থেকে ১৭তম গ্রেডে উন্নীত করা হয়।

২০২০ সালের ২৬ জুলাই সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ৮ লাখ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪ লাখ টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদান নীতিমালায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০২০ সালের ২৩ আগস্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবহৃত ৩ রঙের ইউনিফরমের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট-এর নিবন্ধন স্বত্ব লাভ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর অপারেশনাল কাজে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অপারেশনাল কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানের লক্ষ্যে পদক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

রূপকল্প : অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

অভিলক্ষ্য : দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আইন ও বিধিঃ

Fire Service Ordinance-1959 রহিত করে ২০০৩ সালে প্রণীত 'অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩' দ্বারা বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কার্যকর রয়েছে সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্ট-১৯৫২-ও। এছাড়া 'অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা'-এর সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অবদানঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তখন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নূরুল ইসলাম স্থানীয় ছাত্র-জনতাকে 'অগ্নিনিরাপত্তা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। এতে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পলাশী ফায়ার স্টেশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে অগ্নিসেনা ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। এতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ৯ জন অগ্নিসেনা ও স্থানীয় ৭ জন ছাত্র-জনতা।

জাতির পিতা এবং বীর শহিদদের স্মরণে নির্মিত মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সের শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে বিনম্র শ্রদ্ধা

একইভাবে সারাদেশের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ফায়ার সার্ভিস ফুটবল দলের তদানীন্তন খেলোয়াড় মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী শহিদ চান্দুর নামে পরে বগুড়ায় গড়ে ওঠে শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম। নাম না জানা আরো অনেক অগ্নিসেনাই মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের আত্মাহুতি দেয়া এসব অগ্নিসেনা বীর শহিদদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে বর্তমান সরকারের সময়ে গড়ে উঠেছে **‘শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ’**।

মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশে শহিদ অগ্নিসেনা ও ছাত্র-জনতাদের মধ্যে শাহাদত বরণকারী ৩২ জনের নামের তালিকা পাওয়া যায়। এরা হলেন ১. শহিদ আলমাস আলী, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ২. শহিদ আবদুল হাকিম, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৩. শহিদ আওলাদ হোসেন, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৪. শহিদ অখিল উদ্দিন, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৫. শহিদ হাবিব খান, লিডার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৬. শহিদ আক্কেল আলী, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৭. শহিদ আবুল হাসেম, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৮. শহিদ ওয়াজুদ্দিন, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৯. শহিদ আব্দুল হালিম, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১০. শহিদ আহেদ আলী জাহিদ, ফায়ারম্যান, তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১১. শহিদ মজিবর রহমান, ফায়ারম্যান, সদরঘাট ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১২. শহিদ শফিউদ্দিন বেপারি, ফায়ারম্যান, আদমজী (ডেমরা) ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১৩. শহিদ দেবাশীষ বড়ুয়া, ফায়ারম্যান, আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশন, চট্টগ্রাম; ১৪. শহিদ আব্দুল গফুর, ফায়ারম্যান, বায়েজীদ বোস্তামী ফায়ার স্টেশন, চট্টগ্রাম; ১৫. শহিদ আমিনুল ইসলাম, ফায়ারম্যান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফায়ার স্টেশন; ১৬. শহিদ মকবুল হোসেন, স্টেশন অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফায়ার স্টেশন; ১৭. শহিদ আবুল হোসেন (সপরিবারে), স্টেশন অফিসার, নওগাঁ ফায়ার স্টেশন; ১৮. শহিদ মোঃ শফিউল্লাহ, ড্রাইভার, নওগাঁও ফায়ার স্টেশন, রাজশাহী; ১৯. শহিদ আবুল হোসেন, ফায়ারম্যান, রাজশাহী সদর ফায়ার স্টেশন, রাজশাহী; ২০. শহিদ আবু সুফিয়ান, ফায়ারম্যান, সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশন; ২১. শহিদ নূরুল হুদা, ফায়ারম্যান, সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশন; ২২. শহিদ আবদুল মান্নান, ফায়ারম্যান, বগুড়া ফায়ার স্টেশন; ২৩. শহিদ আবদুর রহিম, ফায়ারম্যান, লালমনিরহাট ফায়ার স্টেশন; ২৪. শহিদ আবুল কালাম আজাদ, ড্রাইভার, লালমনিরহাট ফায়ার স্টেশন; ২৫. শহিদ মাসুদুল আলম খান চান্দু, ফায়ার সার্ভিস ফুটবল দলের খেলোয়াড়। এছাড়া পলাশী ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনাদের সাথে শহিদ হন ৭ ছাত্র-জনতা। এরা হলেন ১. শহিদ কামাল উদ্দীন, সংগ্রামী ছাত্র, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ২. শহিদ আব্দুল হাদি, সংগ্রামী ছাত্র, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৩. শহিদ মোঃ শামসুদ্দিন, সংগ্রামী ছাত্র, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৪. শহিদ হেদায়েত উল্লাহ, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৫. শহিদ মোঃ মজনু মিয়া, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৬. শহিদ মমতাজ উদ্দিন, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৭. শহিদ তাজ উদ্দিন, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনঃ

এ বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। বাঙালি জাতি এ বছরকে তাই সগৌরবে মুজিব বর্ষ হিসেবে উদযাপন করছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকেও এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ অধিদপ্তর বিশ্বাস করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রতিপাদ্য নির্বাচনঃ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। "মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি; সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি" শিরোনামের এই প্রতিপাদ্য মুজিববর্ষের লোগোর নিচে প্রতিস্থাপিত করে সকল দাপ্তরিক কার্যক্রমে ও পোস্টার-ব্যানারে তা যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়।

(২) অফিস ভবনে ব্যানার-পোস্টার টাঙানো : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭-২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত এবং বর্ধিত সময়কালের ১৭-২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও আওতাধীন সকল দপ্তর/স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার-পোস্টার-ফেস্টুন ইত্যাদি টাঙানো হয়।

মুজিব জন্মশতবর্ষে ড্রপডাউন ব্যানারমহ বিভিন্ন স্থাপনা ও ভবনে ব্যানার-পোস্টার টাঙানোর স্থির চিত্র

(৩) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন : জাতীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় কর্মসূচির সাথে নিজেদের কর্মসূচিকে সমন্বয় করে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এবং জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিকে সরাসরি বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হয়।

(৪) বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন : ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র **"দ্য স্পীচ"/ "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ"** প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ওয়েবসাইটেও তা প্রচার করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনি নির্ভর **"দ্য স্পীচ"** প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

(৫) অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন : ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল ফায়ার স্টেশনে আগ্রহী শিশু/কিশোরসহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়েছে।

(৬) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন : মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঢাকায় অধিদপ্তরের আঙিনায় বৃক্ষরোপণ করার মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

মুজিববর্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

(৭) বঙ্গবন্ধুর 'জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনা : ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর **'জীবন ও কর্ম'** শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৮) কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা : সকল বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৯) মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন : ২০ মার্চ ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও দেশের সকল ফায়ার স্টেশনে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য ফায়ার সার্ভিসের দোয়া অনুষ্ঠান

(১০) আলোকসজ্জিতকরণ : মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ১৭-২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত এবং বর্ধিত সময়কালের ১৭-২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে আলোকসজ্জা করা হয়।

মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ আলোকসজ্জিত করার স্থিরচিত্র

(১১) পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ : মুজিববর্ষে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও গোপালগঞ্জ জেলা দপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি/ প্রতিকৃতিতে ১৪ আগস্ট ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এবং জাতীয় অনুষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন

(১২) চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা : মুজিব শতবর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫ আগস্ট ২০২০ এবং ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে সকল বিভাগীয় দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পোষ্য শিশুদের জন্য চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উপস্থিত থেকে শিশুদের উদ্দেশে জাতির পিতার জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মুজিববর্ষে জাতীয় শোক দিবেস চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীর হাতে পুরস্কার বিতরণ

(১৩) উন্নত মানের খাবার বিতরণ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ বাদ আছর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দরিদ্র জনগোষ্ঠী/এতিমদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছে। খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণকালে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নির্দেশনা মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্মদিবসে ২০২০ সালে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে খাবার বিতরণ

জাতির পিতার জন্মদিবসে ২০২১ সালে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে এতিমখানায় খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। একই বছর জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হওয়ায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। অধিদপ্তরের পালিত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(১) খেলাধুলার আয়োজন : ২০২১ খ্রিঃ-এর জানুয়ারি মাসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্ট’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ

(২) অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে মহড়া ও গণসংযোগের আয়োজন : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন সময় বস্তিসহ বিভিন্ন স্থানে মহড়া ওগণসংযোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূমিকম্প ও অগ্নি-ঝুঁকি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়। এই মহড়া কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পালন করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মার্কেটে মহড়া এবং গণসংযোগের মাধ্যমে অগ্নি-ঝুঁকি হ্রাসে পরামর্শ প্রদান

(৩) স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৮ মে ২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও জেলা দপ্তরসমূহে স্থানীয় সিভিল সার্জন ও সন্ধানী ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদস্যগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক **‘স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি’র** উদ্বোধন

(৪) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ-এর ভাষণ সম্প্রচার : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের কর্মসূচি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে ২০২১ সালের ৭

মার্চ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ (মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড) প্রচার করা হয়েছে।

(৫) বঙ্গবন্ধুর জীবনী বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নবনিযুক্ত অফিসার্স ব্যাচ ৪১ ও ৪২-এর অফিসার্স বুনিয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক প্রবন্ধ আহ্বান করা হয়। জমাকৃত সকল প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচিত ৩টি প্রবন্ধ ফায়ার সার্ভিসের মুখপত্রে প্রকাশের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(৬) বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সময়াবদ্ধ কর্মসূচি অনুযায়ী এগুলো পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তর, বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং জেলা অফিসসহ স্টেশন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, সরঞ্জাম প্রদর্শনী, 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সম্প্রচার, ভবন ও আঙ্গিনা সজ্জিতকরণ; অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন; চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং বাছাইকৃত ছবির সো-কেসিং, গল্প ও কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী, কর্মশালা আয়োজন; পুস্তক বিতরণ, মহাড়া ও গণসংযোগ আয়োজন, ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুদানঃ

সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণের যুগান্তকারী ঘোষণা দেন। তিনি ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশে নির্মাণসম্পন্ন ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। এর আগে ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুগ্রহপূর্বক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি ফায়ার সার্ভিসকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশনা দেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে ২০ কোটি টাকার অনুদান (সিড মানি) দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সম্প্রতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ৩টি জাম্বু কুশন হস্তান্তর করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি করার বিষয়ে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে সম্প্রতি ২০ কোটি টাকার সিডমানি প্রদান করেন

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিসকে ৩টি জাম্বু কুশন হস্তান্তর করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ অনুগ্রহপূর্বক সারা দেশে নির্মাণসম্পন্ন ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন তার মধ্যে ১৯টি ফায়ার স্টেশন ১৫৬ প্রকল্পের এবং ১টি ফায়ার স্টেশন সংশোধিত ৪৬ প্রকল্পের। ১৫৬ প্রকল্পের ফায়ার স্টেশনগুলো হলোঃ নওগাঁ জেলার রাণীনগর ফায়ার স্টেশন; মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর; রাজশাহী জেলার মোহনপুর; চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল; পাবনা জেলার আটঘরিয়া; বি.বাড়িয়া জেলার নবীনগর; শরিয়তপুর জেলার জাজিরা; কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ; বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর ও আদমদিঘী; জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল; সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও কলারোয়া; নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা; বরিশাল জেলার হিজলা; মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর; পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী; চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, পাবনা জেলার সাঁথিয়া এবং সংশোধিত ৪৬ প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর ফায়ার স্টেশন।

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হও মানিকগঞ্জের হরিরামপুর ফায়ার স্টেশন

২০২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া রাজশাহীর মোহনপুর ফায়ার স্টেশন

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২০ উদযাপনঃ

১৯ থেকে ২১ নভেম্বর ২০২০ সারা দেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত কর্মসূচি নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালিত হয়। ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় সপ্তাহের উদ্বোধন ভেন্যু ফায়ার সার্ভিষ ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জনসম্পৃক্ততার উদ্দেশে প্রতিবছর এই কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানঃ

২০২০ সালের ২১ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহের সমাপনী দিবসে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করা হয়। অপারেশনাল কাজে সাহসীকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এদের মনোনিত করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২০ এর সমাপনী দিবসে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান অনুগ্রহপূর্বক পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পদকের সংখ্যা প্রতি বছরের জন্য ৪টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি এবং সম্মানী ১০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকায় নির্ধারণ করেছে। পদকপ্রাপ্তদের মাসিক সম্মানীর পরিমাণও ১৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এই পদক প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

পেশাগতকাজে অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব

ফায়ার সার্ভিসের কার্যাবলিঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সব সেবা প্রদান করে থাকে সেগুলো হলো:

(১) অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা;

(২) দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;

(৩) অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধনপূর্বক অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;

(৪) বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;

অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গাউছিয়া মার্কেটে ফায়ার সার্ভিসের সচেতনতুমূলক মহড়া

উন্নয়ন মেলায় ফায়ার সার্ভিসের সরঞ্জাম প্রদর্শনী

(৫) অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৬) বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(৭) আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;

(৮) অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(৯) অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১০) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;

(১১) অগ্নিপ্রতিরোধসহ যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(১২) জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;

(১৩) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১৪) ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;

(১৫) যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি ও সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।

নারায়ণগঞ্জের হাশেম ফুডের অগ্নিনির্বাপণ এবং এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

ফায়ার সার্ভিসের নতুন নতুন কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ

বর্তমান সরকার এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯ জনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার প্রাক্কালে তা প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া, দুর্যোগ/দুর্ঘটনা কবলিত হতাহতের পাশাপাশি পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার, অসুস্থ/বৃদ্ধ/প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছে। ঈদ ও নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে ইউনিট মোতায়েন, ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক সেবাকাজে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যানচলাচল উপযোগী করছেন ফায়ার সার্ভিস-এর কর্মীরা

অগ্নিনিরাপত্তার জন্য অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্থাপিত ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যানঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসরণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ শেষে চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সারাদেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মানও সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৫৬টি। চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৬৭টি।

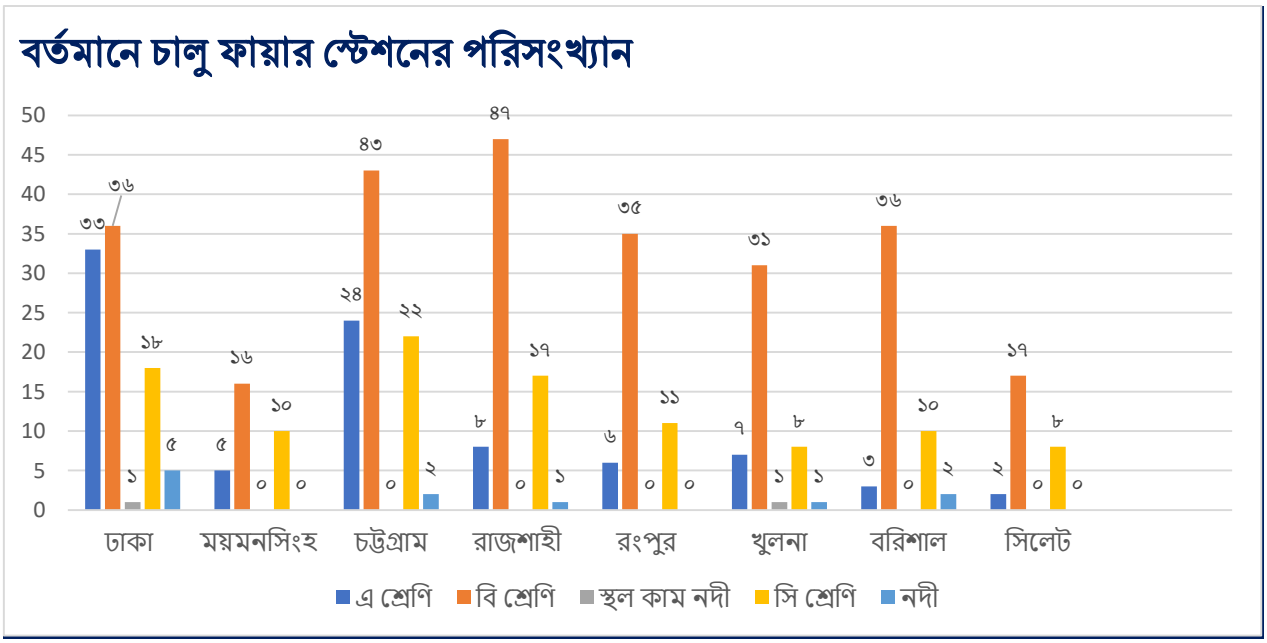

২০২০-২১ অর্থবছরে নির্মাণ শেষে নতুন ২০টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর ফায়ার স্টেশন

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া ২০টি ফায়ার স্টেশনের নামফলক

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধি ও অগ্নিঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে মহড়া কার্যক্রম পরিচালনাঃ

অগ্নিঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নিয়মিত জরিপ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শপিংমল ও হাটবাজারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং বস্তিসমূহে বছরব্যাপী মহড়া পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব মহড়া ও গণসংযোগে নিজ নিজ স্টেকহোল্ডারগণও অংশ নেন। এতে দুর্যোগ-ঝুঁকি কমে আসার পাশাপাশি দুর্যোগে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। নিচে গত আর্থিক বছরে মহড়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলোঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহড়া	শপিংমল/ হাটবাজারে মহড়া	বহতল ও বাণিজ্যিক ভবনে মহড়া	হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মহড়া	বস্তিতে মহড়ার সংখ্যা	সরকারি প্রতিষ্ঠানে মহড়া	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মহড়া	মোট মহড়ার সংখ্যা
১৯৬৪	৫৪৯২	৭১৮	৮৩২	৭১০	৬৩৭৯	৭৯৯৬	২৪,০৯১

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে তাঁর বাসভবনে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক মহড়া

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের মহড়া শেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনের ছাপত্র প্রদানঃ

অগ্নিনিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল ভবন বা বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবাসুবিধা গ্রহণকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সেফটি প্লান যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নির্ধারিত নিরাপত্তা শর্ত পূরণের শর্তে এসব ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রদানকৃত ছাড়পত্রের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	বিষয়	আবেদনের সংখ্যা	ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা
১	বিদ্যমান বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	৭৩৬টি	৫২৯টি
২	প্রস্তাবিত বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন	৭৪২টি	৭০৩টি

মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শনঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা রোধে ৩,১৩৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১,০৬,৪৬০ জন সাধারণ নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৩,০১০টি গণসংযোগ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯১৬টি বহুতল ভবন এবং ৪,৭৯৪টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, মহড়া ও সার্ভেঃ

পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সেখানে কর্মীদের সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা চালু করেছে ফায়ার সার্ভিস। বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। নামমাত্র সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে পেশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৩৬১টি কোর্সের (প্রতিটি কোর্স ২ দিনব্যাপী) মাধ্যমে মোট ৯৪,৪৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এই সেবা সুবিধার আওতায় মোট ১০৬৮টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ৭০টি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবসমূহে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ ও ভলান্টিয়ার্স ডে পালনঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২ হাজার ভলান্টিয়ার প্রস্তুতের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ৪৭,৪১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরেও ১,৩৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩০০ জন পূর্বে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারকে সতেজকরণ কোর্স করানো হয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগে ভলান্টিয়ারদের অনেকেই ফায়ার সার্ভিসের সাথে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করছেন।
গত ৫ ডিসেম্বর ২০২০ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয় এবং বিভিন্ন দুর্যোগে স্বঃতস্ফূর্তভাবে সাড়া প্রদান ও সাহসীকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে সারা দেশ থেকে নির্বাচিত ভলান্টিয়ারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০২০ ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক ভলান্টিয়ারর্স ডে পালন করা হয়।

ফায়ার সেফটি ম্যানেজার ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সঃ

দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ৬ মাস ব্যাপী "Fire Safety Manager Course" এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে "Fire Scince & Occupational Safety Course" নামের দুটি ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে, যেখানে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ দু ধরনের মোট ২০টি কোর্স সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ১,৮৪৪ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে ১১তম ব্যাচের ৩ শিফটে চলমান কোর্সে আরো ১৮০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানঃ

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২০২০-২১ অর্থবছরেও সারা দেশে ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিককে এ সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে ৬৪টি ব্যাচে মোট ৩,৬৮৬ জনকে অগ্নিনিরাপত্তাসহ পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯৭৫টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপে (বেশিরভাগ অনলাইনে) অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ১৫,৭৩১ জনকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯-এর কার্যক্রমঃ

জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করাসহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার সুবিধা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ২০২০-২১ সালে ২১,২৩১টি কলের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরি সেবা গ্রহণ করেছেন। এসব কলের মধ্যে ৭,১৩২টি ছিল অগ্নিকান্ড সম্পর্কে, ৭,৪১৪টি ছিল বিভিন্ন রকম উদ্ধারকাজ সংক্রান্ত এবং ১,৩৩৯টি কল ছিল অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত। এর বাইরে ফায়ার সার্ভিসের অন্যান্য নানা ধরনের জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ আরো ৫,৩৪৬টি কল রিসিভ করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সার্ভিসের আওতায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত রাজস্ব খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ৩৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সাময়িক ব্যবস্থাপনা হিসেবে পুলিশ সদস্যদের সাথে ফায়ার সার্ভিসের ১০ জন ফায়ারফাইটারকে জাতীয় জরুরি সেবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পালাক্রমে সার্বক্ষণিক ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসঃ

প্রতিটি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ৩৫৭টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ৫০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫টি হয়েছে। এই ১৮৫টি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী জরুরি রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরের সেবা দেয়া হচ্ছে। গত অর্থবছরে ক্রয়কৃত আরো ১০টি অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেয়ার জন্য শিগগিরই কাজ শুরু করবে। দুর্যোগকালীন ও শান্তিকালীন দুই সময়েই এই সেবা ২৪ ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতি কি.মি. ০৯ (নয়) টাকা হিসেবে ১ম ০৮ কি.মি. ১০০/- এবং ১ম ১৬ কি.মি. ১৫০/- সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অ্যাম্বুলেন্স কল হয়েছে সর্বমোট ১৩,৬৬৮টি, রোগী পরিবহন করা হয়েছে ১৩,৫০৯ জন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ৪১,২১,৬২০/- (একচল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার ছয় শত বিশ) টাকা।

নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়নঃ

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১৫,৮৮৮টি ও নবায়ন করা হয়েছে ৫২,১১৭টি এবং এ বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ১০,৭৭,৬৪,৫৯২ টাকা। এর মধ্যে নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ আদায় হয়েছে ১,৭৪,৯৬,৩৪১ টাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ আদায় হয়েছে ৯,০২,৬৮,২৫১ টাকা।

অনলাইনে ই-ফায়ার লাইসেন্স আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম শুরুঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে গতানুগতিক পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে ই-ফায়ার লাইসেন্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ঢাকা জেলার অধীনে সরবরাহকৃত ফায়ার লাইসেন্স-এর ১০০% আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছ। ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমে সারাদেশে শতভাগ চালু করে তা চলমান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনলাইনে অন্যান্য সেবা কার্যক্রমঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই গভর্নেন্স অধিশাখার নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সেবাকে সহজীকরণ ও অনলাইন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ই-ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেবা, বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ প্রদান সেবা, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি, ফায়ার সাইন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল কোর্সে ভর্তি, প্যাকেজ সেলের মাধ্যমে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন ও তথ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল সেবার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য এখন আর কাউকে অধিদপ্তরে বা বিভাগীয় অফিসে যেতে হয়না, আমাদের ওয়েবসাইটে এসব তথ্য হালনাগাদ আকারে দেয়া আছে বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বসে সবাই এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ন্যাশনাল হাইওয়ের ৯০টি পয়েন্টে টহল ইউনিট মোতায়েনঃ

দুর্ঘটনায় বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৯০টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে টহল ইউনিট নামে পরিচিত। দ্রুততম সময়ে অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য বর্তমানে এ ইউনিটের কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, বরং বিভিন্ন সময় অগ্নিদুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায়ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব ইউনিট থেকে রেসপন্স করা হয়ে থাকে। সার্বক্ষণিক গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে প্রস্তুত এবং স্টেশন থেকে গ্যাপ এরিয়াগুলোতে নিয়োজিত থাকার কারণে দুর্ঘটনার সময় সাড়া প্রদানে সময়ক্ষেপণ হয় না। আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার যান, টু-হুইলার ওয়াটার মিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করায় অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই এই ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিটের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে এসব গ্যাপ এলাকায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে এবং এ জন্য প্রকল্প গ্রহণের চেষ্টা চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ সারা দেশে ২০টি ফায়ার স্টেশন উদ্বোধনের সময় এ বিষয়ে সানুগ্রহ অনুশাসন দিয়েছেন। বর্তমানে সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ

বিষয়	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	ময়মনসিংহ	খুলনা	রাজশাহী	রংপুর
অগ্নিদুর্ঘটনা	৬৮	৬৪	০৪	০৪	৩৬	১৯	০৭	৫৬
সড়ক দুর্ঘটনা	২২৩	৬৯	০৩	৬৩	১৫২	৬৪	১৮৪	৫০
অন্যান্য দুর্ঘটনা	৪৫	০৪	-	১৩	১০	০৩	২৩	৩৯

২০২০-২১ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রম চার্ট

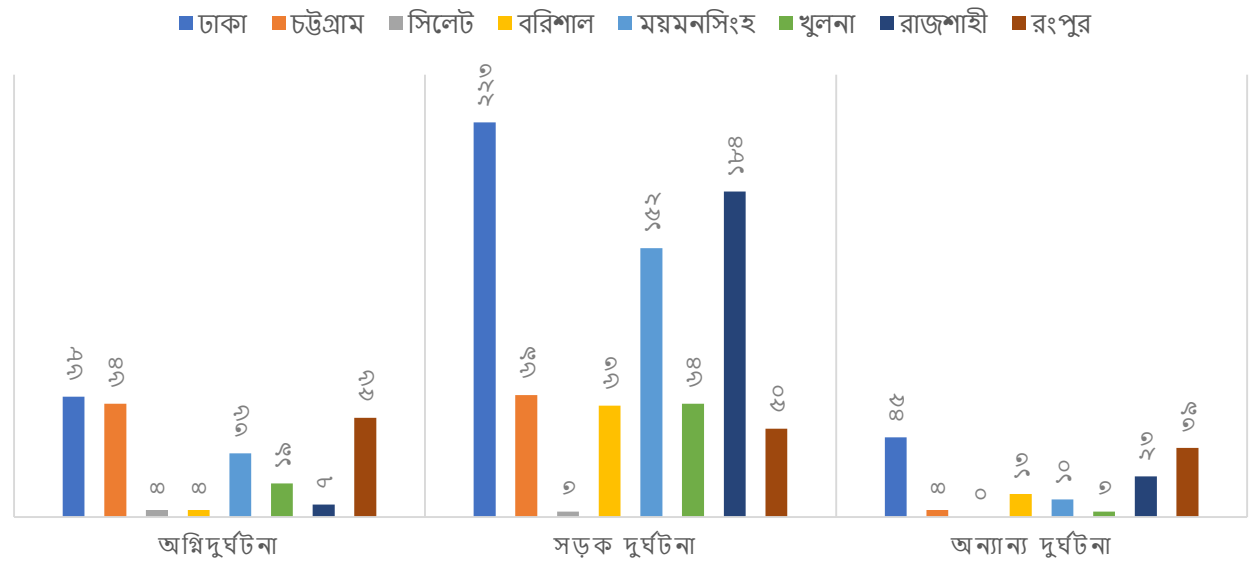

বিডা ও ওয়াসার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডার)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১-০০টায় ঢাকার আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত বিডার কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষে পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি এবং বিডার পক্ষে পরিচালক (ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যান্ড রেগুলেটরি রিফর্ম) জনাব জীবন কৃষ্ণ সাহা রায় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে সেবা গ্রহণকারী সাধারণ জনগণ ওএসএস সিস্টেমের মাধ্যমে অগ্নিনিরাপত্তার জন্য নতুন ফায়ার লাইসেন্স সংগ্রহ, বিদ্যমান ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন, বহুতল ভবনের ছাড়পত্র ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অগ্নিদুর্ঘটনার সময় অগ্নিনির্বাপণকাজে প্রত্যাশিত মাত্রায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ পেতে ওয়াসার সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

সেবাসহজীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিডার সাথে ফায়ার সার্ভিসের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সেবাসহজীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াসার সাথে ফায়ার সার্ভিসের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এ গৃহীত কার্যক্রমঃ

গত অর্থবছরে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস। সকল ছুটি বাতিল করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সকল ফায়ার স্টেশন স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী উদ্ধারকাজে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া এসব ঘূর্ণিঝড়ের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার অংশ হিসেবে রাস্তাঘাটে জনমানব ও যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর সময় ১৮টি উপকূলীয় জেলায় ১০৮টি ফায়ার স্টেশন কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওয়াটার রেসকিউ টিম গঠন করা হয় এবং উক্ত ফায়ার স্টেশনের জনবলকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়। উক্ত উপকুলীয় জেলায় ৩০১৩ জন ভলান্টিয়ার প্রস্তুত রাখা হয়। ৭২টি টোয়িং ভেহিক্যাল, ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স, ০৮টি ওয়াটার রেসকিউ বোট, ০৭টি ডুবুরি টিম ও ১০৫ সেট উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়। পানিবন্দি মোট ৩৩ জন লোক সহ অন্যান্য জীবজন্তু প্রশাসনের সাথে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এ গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়লে

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ গাছ অপসারণ করে রাস্তা জনমানব ও যান চলাচলের উপযোগী করে তুলে।

ডেঙ্গুপ্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমঃ

গত অর্থবছরের মাঝামাঝি থেকে ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে থাকে। সবসময় শিশুরাই এই রোগে আক্রান্তের আশঙ্কা থাকলেও এ বছর প্রাপ্তবয়স্কদেরও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সরকারি নির্দেশনা মেনে ঢাকা শহরে অবস্থিত সদর দপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য ফায়ার স্টেশনেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানো হয়। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য স্থানেও ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এসব পদক্ষেপের কারণে ফায়ার সার্ভিসের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সর্বশেষ তথ্যমতে ফায়ার সার্ভিসের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তাদের ছেলে-মেয়েদের কারো ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্টের নিয়মিত অভিযান পরিচালনাকারী দল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ২০২১ সালের জুন মাসে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে কোথাও কোনো রকম ডেঙ্গু মশার লার্ভা দেখতে না পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) মহোদয়কে ও তাঁর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিজস্ব উদ্যোগেও ফায়ার সার্ভিসের অফিস আঙিনায় নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোর দৃশ্য

গত অর্থবছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনায় গৃহীত কার্যক্রমঃ

বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-এ অগ্নিদুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণঃ

গত ০৪-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ ২০:৪৬ মিনিটের সময় বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, পশ্চিম তল্লারবাগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জে অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন দুর্ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)সহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে যান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে করেন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়, মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় বৈদ্যুতিক স্পার্কের সংস্পর্শে আসার কারণে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক গ্যাস ডিটেক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে মসজিদের অভ্যন্তরে ১৭% এলইএল মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। উক্ত আগুনে মসজিদে নামাজরত ৩৮ জন মুসল্লি আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। আহতদের ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও পরে শেখ হাসিনা বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, দুর্ঘটনার পর ভেতরের দৃশ্য

উদ্ধারকৃত আহতদের শেখ হাসিনা বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান

১ নং হাসিনা মার্কেট, কারওয়ানবাজার, ঢাকায় সংঘটিত অগ্নিদুর্ঘটনাঃ

গত ২৭/০২/২০২১ খ্রিঃ রাত ২১.০৭টায় সংবাদ আসে যে, ১ নং হাসিনা মার্কেট, কারওয়ান বাজার-এ আগুন লেগেছে। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও ক্রাউড কন্ট্রোল টিম আগুনে গমন করে। পরে জোন প্রধান, উপসহকারী পরিচালক (ঢাকা জোন-২); সহকারী পরিচালক, ঢাকা; উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এবং পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয় আগুনে গমন করেন। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২২:১০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২৩:৩০ মিনিটের সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। উল্লেখিত আগুনে টিনশেড ২য় তলা মার্কেটের ১ম তলায় মুদি দোকান, খাবার হোটেল, মোবাইলের দোকান, লুঙ্গির গোডাউন ও কাঁচা মালের দোকান এবং ২য় তলায় বিভিন্ন পরিমাপের আবাসিক কক্ষে থাকা বিভিন্ন মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আগুনে কোনো প্রকার আহত-নিহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঢাকার কারওয়ানবাজারে অবস্থিত হাসিনা মার্কেটে ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ

অগ্নিনির্বাপণ শেষে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ

উখিয়া বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প, কক্সবাজার-এ অগ্নিকাণ্ডঃ

কক্সবাজারের উখিয়া বালুখালীতে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত ২২-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখে এক ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শতাধিক ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ক্যাম্পসমূহে স্থাপিত অস্থায়ী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জনবল ও গাড়ি-পাম্প নিয়ে তাতে রেসপন্স

করে। অগ্নিনির্বাপণের পাশাপাশি তারা আটকেপড়াদের উদ্ধার করে। উক্ত আগুনে ৩ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা ও ২টি শিশুসহ মোট ৭ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক নিহতদের উদ্ধার করে বডিব্যাগের মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যা, আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এর আইসিইউতে অগ্নিদুর্ঘটনাঃ

গত ১৭/০৩/২০২১ খ্রিঃ সকাল ৮.১০টার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-২-এর ১০ তলা বিশিষ্ট ভবনের ৩য় তলায় করোনা ইউনিটের (কোভিড-১৯) আইসিইউ-তে অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সংবাদ পেয়ে পলাশী ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে জনবল ও গাড়ি-পাম্প ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রচন্ড ধোঁয়ায় আইসিইউর ভেতরে আটকেপড়া ১ জন রোগীকে জীবিত উদ্ধার করেন এবং অগ্নি নির্বাপণকাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে উপসহকারী পরিচালক, ঢাকা জোন-১; সহকারী পরিচালক, ঢাকা ও সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ঘটনাস্থলে আগমন করেন। সহকারী পরিচালক, ঢাকা-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যদের সহযোগিতায় ৮.৪০টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ৯.৩৫টায় সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়। কোনো নিহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন-২ এবং অগ্নিদুর্ঘটনাকবলিত আইসিইউর ভেতরের ছবি

মতিঝিলের আদমজী কোর্ট ভবনের অগ্নিকান্ডঃ

গত ২২/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১৩:৩৪ ঘটিকার সময় মতিঝিলের আদমজী কোর্ট বিল্ডিং, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ভবনে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে বলে সংবাদ আসে। সংবাদ পাওয়ার পর খিলগাঁও ফায়ার স্টেশনের মতিঝিল টহলরত ফোম টেন্ডার গাড়ি এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে সিনিয়র স্টেশন অফিসার দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন। পরে উপসহকারী পরিচালক, ঢাকা জোন-১; সহকারী পরিচালক, ঢাকা; সহকারী পরিচালক (অপারেশন), উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা; উপপরিচালক (অপারেশন), পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এবং মহাপরিচালক মহোদয় আগুনে গমন করেন। মহাপরিচালক মহোদয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৫:৩০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৯:১০ মিনিটের সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। উল্লেখিত আগুনে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের ৭৮০০ বর্গফুট পরিমাপের ৭ তলা ভবনের ৭ম তলায় গোডাউনে রক্ষিত পুরনো নথিপত্র, আলমারি, কেবিনেট, বস্তা, ব্যাগ, ফাইলপত্র, ডেকোরেশন প্লাইউড, এসি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উক্ত আগুনে ২ জন ফায়ারফাইটার আহত হন। তবে কারো নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

আদমজী কোর্ট ভবনের ছাদ থেকে অগ্নিনির্বাপণ

মহাপরিচালক এবং পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের অগ্নিনির্বাপণ পর্যবেক্ষণ

নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষ্ম্যা নদীতে 'সাবিত আল হাসান' নামের লঞ্চডুবিঃ

গত ০৪-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্ম্যা নদীতে সাবিত আল হাসান নামের একটি লঞ্চ ডুবে যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। সংবাদ পেয়ে নারায়ণগঞ্জের ডুবুরি দল এবং ঢাকার সিদ্দিকবাজার থেকে ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরে নারায়ণগঞ্জের জোন প্রধান, ঢাকার সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় উপপরিচালকসহ পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এবং মহাপরিচালক ঘটনাস্থলে গমন করেন। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিগণ শ্রোতের মতো প্রতিকূল পরিস্থিতি উপক্ষো করে ডুবুরিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নদীর গভীর তলদেশে ডুবে থাকা সাবিত আল হাসান থেকে ১২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে আনে। অনেকের মৃতদেহ শ্রোতের কারণে ভেসে যায়। সেখানে মোট ২৭ জন নিহত হওয়ার তথ্য জানা যায়।

শীতলক্ষ্ম্যায় লঞ্চডুবিতে উদ্ধারকাজের দৃশ্য এবং গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে মহাপরিচালক মহোদয়ের বিবৃতি

পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় অগ্নিকান্ডঃ

গত ২৩-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখ গভীর রাতে পুরান ঢাকার হাজি মুসা ম্যানশন, ৯/১১ আরমানিয়া স্ট্রিট, আরমানিটোলার একটি ৬ তলা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। হাজি মুসা ম্যানশন নামের ওই ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ কেমিক্যাল গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ওপরের অংশ ছিল আবাসিক। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নির্দেশনা নিয়ে ঢাকার সদরঘাট, লালবাগ, সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন স্টেশন থেকে গাড়ি-পাম্প ও জনবল উক্ত অগ্নিদুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরে সেখানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হন। উক্ত ভবনের নিচতলায় সর্বমোট ১৮টি কেমিক্যালের দোকান ও গোডাউন বিদ্যমান ছিল। অগ্নিনির্বাপণের পাশাপাশি

উল্লিখিত দুর্ঘটনাকবলিত ভবন থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ১৭ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ১ জন শিশুসহ মোট ২২ জন আহত লোককে এবং ৩ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

আরমানিটোলার হাজি ম্যানশনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

মাদারীপুরে স্পিডবোটডুবিঃ

২০২১ সালের মে মাসের ৩ তারিখে মাদারীপুরের শিবচরের বাংলাবাজার পুরাতন ফেরিঘাটে ৩০-৩৫ জন যাত্রী নিয়ে একটি স্পিডবোট ডুবে যায়। খবর পেয়ে ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক ডুবুরিদের নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডুবুরিদলের সদস্যরা ৫ জনকে আহত অবস্থায় এবং ২৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। ১৪-৪৫ ঘটিকার সময় উদ্ধারকাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। উদ্ধার করা আহতদের নাম রিয়া আক্তার (৯), আদুরী (২৪), আঃ রহিম (৩৮), ইসমাইল (২৬) ও শাহ আলম (৩৫)। **উদ্ধারকৃত মৃত ব্যক্তিদের নাম** আরজ সরদার (৩৮), জোবায়ের মোল্লা (৩৫), তাহের মীর (২৬), কাউছার (৩২), রুহুল আমিন (৪০), জিয়াউর রহমান (৩৭), সাগর শেখ (৩৬), দেলোয়ার হোসেন (২৮), শাহাদাৎ হোসেন (৩৮), আনোয়ার চকিদার (৩০), মাওলানা আব্দুল আহাদ (৫৩), বাপ্পি (৩০), জনি অধিকারী (২৮), হেনা বেগম (৩০), মনিরা (৩০), আলম মোল্লা (৩৮), শাহ আলম (২৫), রিয়াজ উদ্দিন (৩২), আব্দুল আরুশ সরদার (৪২), সুমি আক্তার (৫), রুমি আক্তার (৩) ও ইরামিন (১.৫)।

মগবাজার ওয়্যারলেস গেইটে ভয়াবহ বিস্ফোরণঃ

২০২১ সালের ২৭ জুন মগবাজার ওয়ারলেস গেটের একটি ৩ তলা ভবনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের ঘটনাটি উল্লিখিত তিন তলা ভবনের নিচতলায় সংঘটিত হয়। বিষ্ফোরণে উক্ত ভবনের নিচতলা ও পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি ভবনসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা দুর্গঠনাস্থলে ছুটে যান। পর্যায়ক্রমে সেখানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হন। দুর্ঘটনাস্থল ও বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের সংগৃহীত তথ্যমতে উক্ত দুর্ঘটনায় ৩ (তিন) জন নিহত এবং ৬৬ (ছেষট্টি) জন আহত হন। দুর্ঘটনার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি অনুসন্ধানে ফায়ার সার্ভিস ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। ঘটনার তৃতীয় দিন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে নিরাপত্তাকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিস্ফোরণের এই ঘটনা বেজ্ঞাল মিটের একটি কক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে জমা হওয়া মিথেন গ্যাসের ঘণস্তরে বৈদ্যুতিক স্পার্কের কারণে সংঘটিত হয়।

মগবাজারের বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকর্মীদের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ (বাঁয়ে) এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের গণমাধ্যমকর্মীদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান (ডানে)।

মহাখালী সাততলা বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডঃ

২০২১ সালের ৭ জুন মহাখালীতে অবস্থিত সাততলা বস্তিতে এক ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ভোররাত ৪টার দিকে সংঘটিত ওই অগ্নিদুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ঢাকার বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের ১৮টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় উক্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন এবং গণমাধ্যমের সাথে ঘটনার বিষয়ে কথা বলেন। উল্লেখিত আগুনে ৬০ (ষাট) জন মালিকের ১৪১টি কাঁচা বিভিন্ন পরিমাপের বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত আগুন লাগার কারণ নির্ণয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ওই আগুনে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২১,১৫,০০০/- (একুশ লক্ষ পনের হাজার) টাকা এবং আনুমানিক উদ্ধারের পরিমাণ ৯০,০০,০০০/- (নব্বই লাখ) টাকা। আগুনে ৩ (তিন) জন ব্যক্তি আহত হন। এদের মধ্যে ২ (দুই) জন বস্তিবাসী, অপরজন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী। বস্তিবাসী দুজন হলেন মোঃ সাগর (২৫) ও মোঃ বাবর (২৬)। ফায়ার সার্ভিসের আহত বিভাগীয় কর্মী নাম মোঃ শাওন হোসেন (২৬)। তিনি ফায়ারফাইটার ও ক্রাউড কন্ট্রোল টিমেরে সদস্য। কোনো প্রকার নিহত নাই।

গত ২০২০-২১ আর্থবছরে সারাদেশে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানঃ

আগুনের সংখ্যা	আনুমানিক ক্ষতি (কোটি টাকায়)	আনুমানিক উদ্ধার (কোটি টাকায়)	নৌদুর্ঘটনা	সড়ক দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা	আহত (জন)	নিহত (জন)
২০,৯৯১	২৯৯.৮৫	২০৭৫.৯৩	৬০৮টি	৮,২৮৫টি	১,৬১৫টি	১১,৯৪৫	২,০৬২

বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু টেলি ও বেতার যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। টেলিফোনের মাধ্যমেই জনসাধারণ এ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া উন্নতমানের বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিভাগের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সারাদেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোকে মোবাইল ফোনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ফায়ার সার্ভিসের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান চিত্রঃ

বেতার কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ

সরঞ্জামের নাম	বিভাগের নাম							
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
রিপিটার	১৫	৪	৫	৫	৩	৩	৪	১
বেইজ ওয়্যারলেস	৭৫	৪৮	৪৮	৩৮	২৭	১৩	৪০	২৬
কার মোবাইল	২৫০	৭০	১৬৯	৮৬	৩৫	৪৮	৫১	১০০
ওয়াকিটকি	৪০০	৮১	৭৫	৬১	২৭	৩৫	৬৭	৮০
মোবাইল	১৬৮	৮৬	৬৪	৫০	৫৩	২৫	৫১	৪৪
জনবল	২	২	১	২	২	২	-	-

প্রশাসনিক কার্যক্রমঃ

বিভিন্ন পদের পদমর্যাদা ও বেতনগ্রেড উন্নীতকরণঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ধরন ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় সরকারি অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত পদসমূহের বেতনগ্রেড/বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে উন্নীত করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে এদের সবাই বর্ধিত গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন।

বেতন গ্রেড বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ	পদের নাম	পূর্বের বেতনগ্রেড	উন্নীত বেতনগ্রেড
১	ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর	১২	১১
২	স্টেশন অফিসার ও সমমান	১৩	১২
৩	লিডার	১৭	১৬
৪	ফায়ারফাইটার/নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট/ডুবুরি	১৮	১৭

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ বহালঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে, যা গত অর্থবছরেও বহাল ছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এ্যাডভাইজরি গ্রুপ (INSARAG); ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার চিফস এ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়া (IFFCAA), ন্যাশনাল প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ; বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটি; বাংলাদেশ আর্থকোয়াক প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি ইত্যাদি।

ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠনঃ

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের বিপদ-আপদে ও পারিবারিক কল্যাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

অনুগ্রহপূর্বক ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য বাহিনীর ট্রাস্টের ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে এই ট্রাস্টের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক্রম	আয়বর্ধক কর্মসূচির বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১।	রাজউকের পূর্বাচলের কাঞ্চন মৌজায় ওয়্যারহাউজ নির্মাণ।	৪,৫৬,৩৭,৫০০/-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান ২০ কোটি টাকা সিডমানির লভ্যাংশ এবং বিনিয়োগ সংগ্রহের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭.৩২ কোটি টাকার সম্পদ/স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।
২।	কুড়িগ্রাম জেলায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ।	২,৬০,০০,০০০/-	
৩।	চট্টগ্রামের চন্দনপুরায় দ্বিতল বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৯,৭২,৯১২/-	
৪।	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৫,৪০,০০০/-	
৫।	সাভারের চামড়া শিল্পপল্লীতে বিসিকের অর্থায়নে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বজ্রনিরোধক স্থাপনের মাধ্যমে আয়।	৭৪,৩৪,৪৬২/-	
৬।	ইঞ্জিন অয়েল বিপণন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্ক্র্যাপ মালামাল সংগ্রহ ও বিপণনের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়।	৮,৬১,২৩৪/-	
এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের জন্য Rtv নির্ভীক সম্মাননা পদক এবং অফিসে যাতায়াতের স্টাফ বাস চালু করা হয়েছে।			

অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে জনবল নিয়োগের বিবরণীঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সাথে সাথে জনবল নিয়োগ দিয়ে তা চালু করা হয়। এ জন্য এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলমান। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মঞ্জুরিকৃত পদের মধ্যে ১,০৭৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এর বাইরে গত অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের জন্য আরো ২২৩টি পদ সৃজিত হয়েছে, যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। এর মধ্যে ২য় শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ৬৭টি ও ৪র্থ শ্রেণির পদ রয়েছে ১৪৬টি। ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রদানকৃত ১,০৭৪টি পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র:	মাসের নাম	নিয়োগকৃত পদের গ্রেড				মোট
		১-৯	১০-১২	১৩-১৬	১৭-২০	
১.	জুলাই, ২০২০	-	০৫	-	-	০৫
২.	সেপ্টেম্বর, ২০২০	-	২৩	-	-	২৩
৩.	অক্টোবর, ২০২০	-	২৯	১৭৪	-	২০৩
৪.	নভেম্বর, ২০২০	-	-	-	৬৭৫	৬৭৫
৫.	মার্চ, ২০২১	-	-	১৩৪	৩৪	১৬৮
	সর্বমোট =	**-**	**৫৭**	**৩০৮**	**৭০৯**	**১,০৭৪**

অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবলঃ

ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণিভিত্তিক পদ সৃজন এবং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সৃজিত পদসংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

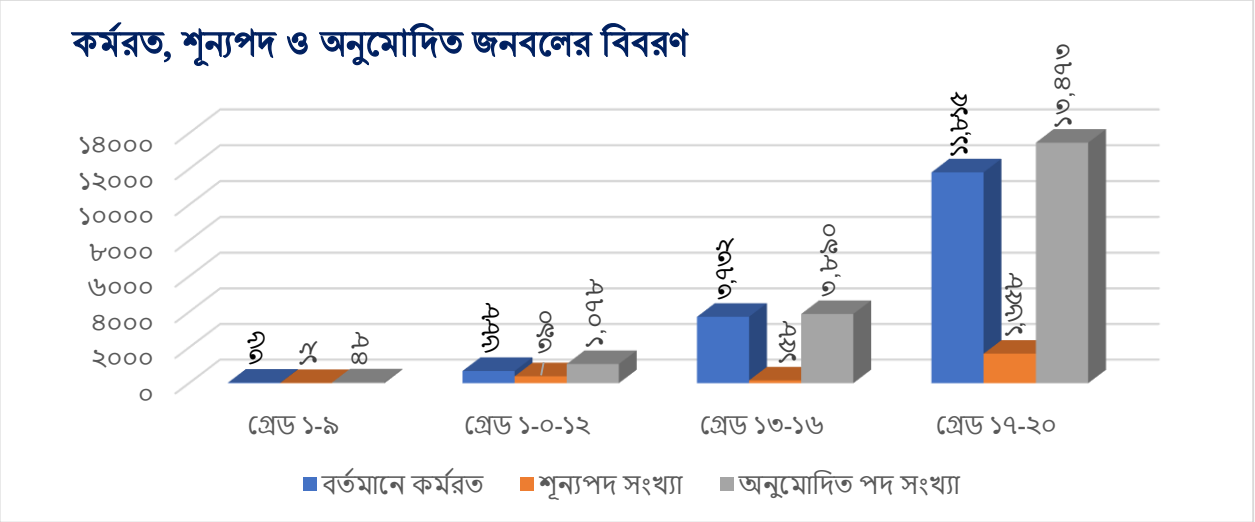

পদোন্নতি ও অবসরঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি ও অবসর। প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান এবং স্বাভাবিক চাকরি শেষে নিয়মিত অবসর প্রদান করা হয়ে থাকে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ৮ জন, ২য় শ্রেণির পদে ৪০ জন, ৩য় শ্রেণির পদে ৬৪২ জনসহ অধিদপ্তরের মোট ৬৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে অধিদপ্তরের মোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসরজনিত পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ম শ্রেণির ১০ জন, ২য় শ্রেণির ১১ জন, ৩য় শ্রেণির ১০২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৪ জন।

উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমিঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ একাডেমিকে **‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি’** নামে নামকরণ করার অনুমতি দিয়েছে ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের অনুরোধপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫/২/২০২১ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠানটির সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত ১১৭৫ নং স্মারকপত্রে এই অনুমতি জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতার নামে কোনো স্থাপনার নামকরণ করার ক্ষেত্রে এই ট্রাস্টের অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমির জায়গা পরিদর্শন করছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

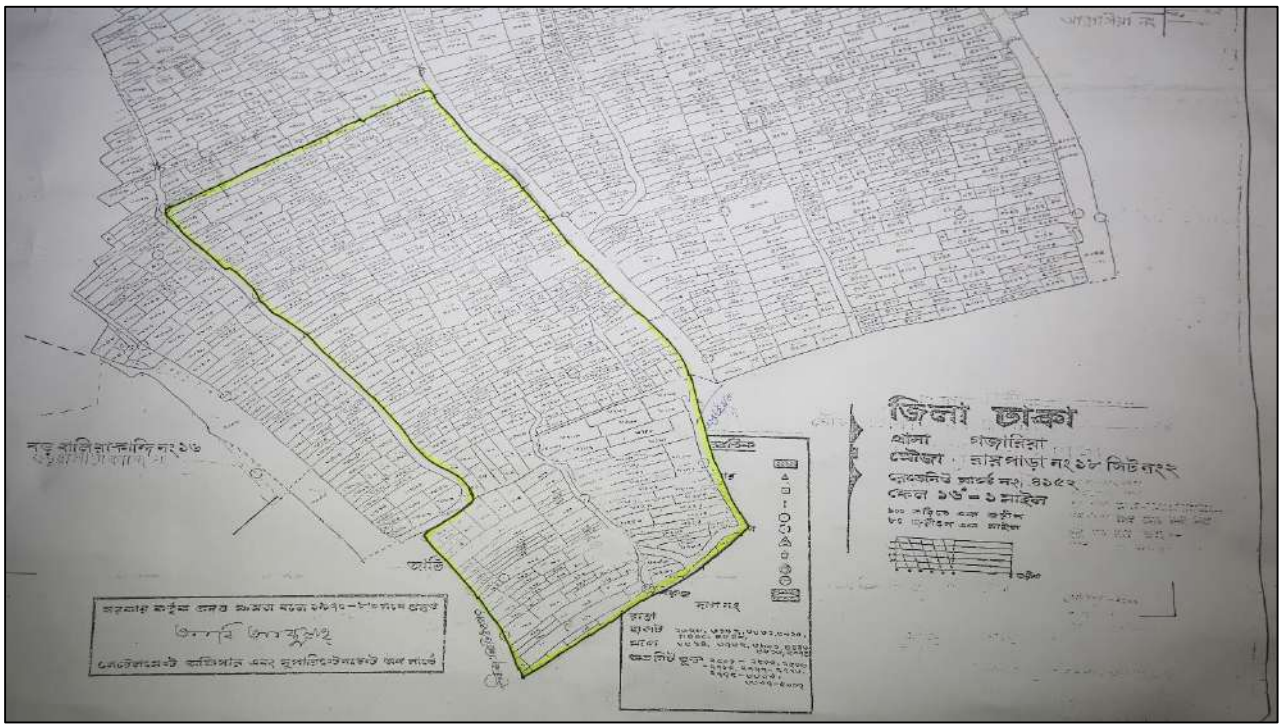

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমির জন্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন জায়গার মৌজা ম্যাপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমির জন্য জমি অধিগ্রহণঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রশিক্ষণকে আধুনিক, উন্নত ও বিশ্ব মানের করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় আন্তর্জাতিক মানের একটি ফায়ার একাডেমি করার উদ্যোগ নিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। একটি আধুনিক ও মানসম্মত একাডেমি না থাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগে পাঠাতে হয়। এতে মূল লক্ষ্য পূরণ হয় না। দক্ষ, উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়াতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি'র জন্য সরকার ইতোমধ্যে ১০০.৯২ একর জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে। এর জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক বরাবরে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি ১৫০ কোটি টাকা পরিশোধের প্রক্রিয়া চলমান আছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হলে ফায়ারফাইটারগণ আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ সুবিধা পাবে। একই সাথে দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ফায়ারফাইটার হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। দুর্ঘটনার চিত্র প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এজন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ছাড়াও চাকরি জীবনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কর্মরতদের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য পারদর্শী করে তোলা হয়। বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমির মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।

ফায়ার সার্ভিস জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনঃ

রাজস্ব ব্যয়ে স্থাপিত ফায়ার সার্ভিস জেনারেল হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতালের জন্য ৭৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্মতির পর অর্থ বিভাগ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৮টি পদের সম্মতি প্রদান করে। হাসপাতাল চালু করার জন্য এই ৩৮টি পদের জনবল মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে বিবেচনাধীন আছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে হাসপাতালটির সেবা কার্যক্রম শুরু করা যাবে।

ঢাকার মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে নির্মাণসম্পন্ন জেনারেল হাসপাতাল ভবন

প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিবরণঃ

প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩ (তিন)টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৬ প্রকল্প, ৪৬ প্রকল্প এবং ১১ মডার্ন প্রকল্প) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ৩ (তিন)টি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প মিলিয়ে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪৫৬টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো হলোঃ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ১২৫৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-৫টি, বি শ্রেণির-১৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০৩০.১১ কোটি টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৩% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৯৪%। নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে ৭৬টি ফায়ার স্টেশন। ৪৩টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান আছে, ২৪টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে।

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে চালু হওয়া বরিশালের হিজলা ফায়ার স্টেশন

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে চালু হওয়া বগুড়ার আদমদীঘি ফায়ার স্টেশন

১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ৬২৯৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৪টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৬৫.০৬ কোটি টাকা; অগ্রগতি ৪১.০৫%। জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ৮টি ফায়ার স্টেশনের। ৫টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান, ২টির পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সাভার সেনানিবাস ফায়ার স্টেশন

১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন রূপপুর ফায়ার স্টেশন

ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্টেশনে ডুবুরি ইউনিট এর সাজসরঞ্জাম এবং ২১ জন ডুবুরিসহ স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য সর্বমোট ১১৯টি পদ সৃজনের সংস্থান রয়েছে। এসব ডুবুরি ইউনিট-এর ৩৩টি আইটেমের ৭৬০টি সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪ ধরনের মোট ৩৩৬টি সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৯.৪৭ কোটি টাকা, কাজের অগ্রগতি ৫৮.৯৮%। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের ডুবুরি সংখ্যা ২৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫১টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড-এ নির্মাণাধীন ফায়ার ফ্লোট পরিদর্শন

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প : ৪১৯৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির একনেক কর্তৃক ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-১৩টি, বি শ্রেণির-৩৩টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন (সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৩৮.২৪ কোটি টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৮১% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৭৩.৫৬%। নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে ১৭টি ফায়ার স্টেশনের। ২১টি স্টেশন নির্মাণকাজ চলমান আছে, ৬টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে।

স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট: ৮০৬২.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর-২০১৮ থেকে ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা। প্রকল্পটির জন্য এক বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩২৮৫.৫০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় KOICA এর অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণসহ Hardware/ Software, Software development/ Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-এর সংস্থান রয়েছে। ERCC ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি হয়েছে ভবন নির্মাণে ৬৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪০.৭৫%।

সেফার প্রকল্পের অধীন ইমারজেন্সি রেসপন্স কনট্রোল সেন্টার (ইআরসিসি) ভবনের নকশা

সেফার প্রকল্পের আওতায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে নির্মাণাধীন ইআরসিসি ভবন

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নাম ও কাজের অগ্রগতির ছকঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগিত
১	১৫৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	১২৫৭৯৯.৮৬	৯৩%	৯৪%
২	২৫টি (সংশোধিত ৪৬) ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	৪১৯৩৭.৫৫	৫৬.৮১%	৭৩.৫৬%
৩	১১ মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	৬২৯৭৩.৫৫	০.০১%	৪১.০৫%
৪	ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প	৪৯৯৮.০০	০.১৩%	৫৮.৯৮%
৫	স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রকল্প	৮০৬২.৪০	৪০.৭৫%	৬৪%

ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্রঃ বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার সক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উঁচু ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ করার ক্ষেত্রে আগের সক্ষমতা ছিল ৪৭ মিটার, বর্তমানে হয়েছে ৬৪ মিটার। এটি আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৬৮ মিটার উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম ৫টি টিটিএল গাড়ি ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এগুলো ফায়ার সার্ভিস বহরে যুক্ত হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র নিচে টেবিল আকারে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রম	ফায়ার স্টেশন/সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ	২০০৮-০৯	২০২০-২১
১	ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা	২০৪টি	৪৫৬টি
২	আগুন নেভানোর গাড়ি (পানিবাহী গাড়ি)	২২৭টি	৫৬৭টি
৩	পাম্প টানা গাড়ি/টোয়িং ভেহিক্যাল	২৫০টি	৭২৩টি
৪	ফায়ার পাম্প	৪৫০টি	১৪০০টি
৫	অ্যাম্বুলেন্স	৫০টি	১৯৫টি
৬	উঁচু মইয়ের গাড়ি	৩টি	২৫টি

৭	বিশেষায়িত গাড়ি	৫টি	৫৪টি
৮	জনবল বৃদ্ধির চিত্র	৬,১৭৫ জন	১৩,৪৭৩ জন

এছাড়া ২টি রিমোট অপারেটেড ফায়ার ফাইটিং ভেহিক্যাল, ৩টি ড্রোন ক্রয় করা হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের বিবরণঃ

১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।
২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেজ-২) প্রকল্প।
৩	ফায়ার সার্ভিসের জন্য ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট (FARSOW) স্থাপন প্রকল্প।
৪	বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।
৫	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৬	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৭	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৯টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
৯	৭টি বিভাগীয় শহরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৭টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
১০	ডিএডি দপ্তরসহ কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
১১	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ৭৪টি জরাজীর্ণ ফায়ার স্টেশন পুনর্নির্মাণ প্রকল্প।
১২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন প্রকল্প।
১৩	জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠন প্রকল্প।

অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজ-সরঞ্জাম প্রাধিকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ১৮.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ ধরনের ৫২৭টি বিভিন্ন সরঞ্জাম; ২৫ প্রকল্পের আওতায় ২১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১ ধরনের ৭৩৪টি বিভিন্ন পরিমাণের সরঞ্জাম এবং ৪০,৩০০ লিটার ফোম কম্পাউন্ড ক্রয় করা হয়েছে। ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় এ সময় ৭১.৭৪ লাখ টাকার বিভিন্ন তৈজসপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে ১৩৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯টি অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের গাড়ি এবং ৩৮ ধরনের বিভিন্ন পরিমাণের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ডুবুরি সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ৭টি ভেহিক্যালসহ ৪৬৩.৬১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।
২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রয়কৃত উল্লেখযোগ্য গাড়ি-পাম্প ও সাজ-সরঞ্জামাদির বিবরণ নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

২৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণীঃ			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	**মোট মূল্য**
১	পানিবাহী গাড়ী (৬৫০০ লিটার) ১টি	২,৪৪,২১,৯২০.০০	২,৪৪,২১,৯২০.০০

২	পানিবাহী গাড়ী (১৮০০ লিটার) ৫টি	১,২০,৯২,৮৮০.০০	৬,০৪,৬৪,৪০০.০০
২	টোয়িং ভিহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) ১টি	৫৮,৬২,৩২০.০০	৫৮,৬২,৩২০.০০
৩	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক-আপ টাইপ) ৬টি	৩৬,৪২,৪০০.০০	২,১৮,৫৪,৪০০.০০
৪	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম) ৬টি	২১,৯৫,৫০০.০০	১,৩১,৭৩,০০০.০০
৫	পোর্টেবল পাম্প (ছোট) ৭টি	২০,৬৭,২২০.০০	১,৪৪,৭০,৫৪০.০০
৬	স্মোক ইজেক্টর ৬টি	২,৯৪,০০০.০০	১৭,৬৪,০০০.০০
৭	ব্রিদিং এ্যাপারেটাস ১৩০টি	১,৪৮,০০০.০০	১,৯২,৪০,০০০.০০
৮	ফোম কম্পাউন্ড ৪০৩০০ লিটার	২৪৯.০০	১,০০,৩৪,৭০০.০০
৯	ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং ২৫০টি	৫,৭২৪.০০	১৪,৩১,০০০.০০
১০	ফায়ারম্যান স্যুট ১৭০ সেট	৯৬,০০০.০০	১,৬৩,২০,০০০.০০
১১	ডাইভিং অ্যাপারেটাস ২০ সেট	২,৪৯,৫০০.০০	৪৯,৯০,০০০.০০
১২	ব্যাটারি চার্জার ৬টি	৫,৫৯৯.০০	৩৩,৫৯৪.০০
১৩	পানিবাহী গাড়ি (৬৫০০ লিটার) ০১টি	২,৪৪,২১,৯২০.০০	২,৪৪,২১,৯২০.০০
১৪	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন ৬টি	৫,৩৬,৪৪৪.০০	৩২,১৮,৬৬৪.০০
১৫	হিট প্রটেকটিভ স্যুট ১৫ সেট	১,৪৮,৮৫৫.০০	২২,৩৩,২৭৫.০০
১৬	ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ ৬টি	৬১,২১৯.০০	৩,৬৭,৩১৪.০০
১৭	ব্রাঞ্চ পাইপ ৬টি	৩৪,৪৪৯.০০	২,০৬,৬৯৪.০০
১৮	লক কাটার ১৩টি	৭,৪৯৯.০০	৯৭,৪৮৭.০০
১৯	কালেটিং ব্রিচিং ৭টি	১৯,৯৯১.০০	১,৩৯,৯৩৭.০০
২০	ডিভাইডিং ব্রিচিং ৭টি	৩৬,৬৪৯.০০	২,৫৬,৫৪৩.০০
২১	হাইড্রোলিক স্প্রেডার ৬ সেট	৬,৪৭,৬১৭.০০	৩৮,৮৫,৭০২.০০
২২	হাইড্রোলিক কাটার ৬ সেট	৬,৪৩,৫৯৫.০০	৩৮,৬১,৫৭০.০০
২৩	হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক ৬ সেট	৬,৪৯,১২০.০০	৩৮,৯৪,৭২০.০০
২৪	হাইড্রোলিক ডোর ওপেনার ৬ সেট	১,১৯,৮৯৮.০০	৭,১৯,৩৮৮.০০
২৫	ফায়ারম্যান এক্স ৬০টি	২,২০০.০০	১,৩২,০০০.০০
২৬	চিপিং হ্যামার ৬টি	৫১,১০০.০০	৩,০৬,৬০০.০০
২৭	রিসিপ্রোকেটিং “স” ৬টি	২৬,৬০০.০০	১,৫৯,৬০০.০০
২৮	চেইন “স” (ইলেকট্রিক) ৬টি	১৯,৩২০.০০	১,১৫,৯২০.০০
২৯	রোটারি রেসকিউ “স” ৬টি	৬২,০০০.০০	৩,৭২,০০০.০০
৩০	জেনারেটর (৫ কেভিএ) ৬টি	১,৮৫,০০০.০০	১১,১০,০০০.০০
৩১	ওয়্যারলেস (ভিএইচএফ সেট ও এক্সেসরিস) ৬ সেট	১,২৪,০০০.০০	৭,৪৪,০০০.০০
৩২	রিসিপ্রোকেটিং “স” ৬টি	২৬,৬০০.০০	১,৫৯,৬০০.০০
৩৩	চেইন “স” (ইলেকট্রিক) ৬টি	১৯,৩২০.০০	১,১৫,৯২০.০০
		সর্বমোট =	**২১,৫৮,৮১,২৮৮.০০**

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণীঃ			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	**মোট মূল্য**
১	টার্ন টেবিল লেডার (কমপক্ষে ৩৫ মিটার) ১টি	৭,৮২,৪৯,৩৫২.৯৮	৭,৮২,৪৯,৩৫২.৯৮
২	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক-আপ টাইপ) ৪টি	৩৬,৯৮,৯৭০.০০	১,৪৭,৯৫,৮৮০.০০
৩	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম) ২৫টি	২১,৮৮,৫০০.০০	৫,৪৭,১২,৫০০.০০
৪	ফায়ারম্যান স্যুট ৪৩০ সেট	৬৪,৫০০.০০	২,৭৭,৩৫,০০০.০০
৫	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম) ৩টি	২১,৮৮,৫০০.০০	৬৫,৬৫,৫০০.০০
৬	ফায়ারম্যান স্যুট ৬৪ সেট	৬৪,৫০০.০০	৪১,২৮,০০০.০০
		সর্বমোট =	**১৮,৬১,৮৬,২৩২.৯৮**

ডুবুরি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণীঃ			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	মোট মূল্য
১	লাইফ জ্যাকেট ১১২টি	১৬,০০০.০০	১৭,৯২,০০০.০০
২	লাইফ বয়া ৫৬টি	১২,০০০.০০	৬,৭২,০০০.০০
৩	রিসাসিটেটর সেট ৭টি	২৫,০০০.০০	১,৭৫,০০০.০০
৪	সাকার মেশিন ৭টি	৯৪,০০০.০০	৬,৫৮,০০০.০০
৫	স্ট্রেচার (ফোল্ডিং) ৭টি	৯,৮০০.০০	৬৮,৬০০.০০
৬	বাস্কেট স্ট্রেচার ৭টি	১৯,৫০০.০০	১,৩৬,৫০০.০০
৭	রোপ উইথ স্লাইডিং ক্লোট ১৪টি	৭,৫৯১.০০	১,০৬,২৭৪.০০
৮	পোর্টেবল জেনারেটর ৭টি	১,৮০,০০০.০০	১২,৬০,০০০.০০
৯	ডাইভিং স্যুট ২৮টি	২৪,৪৪৪.০০	৬,৮৪,৪৩২.০০
১০	রেসকিউ ভিহিক্যাল ৭টি	৫৪,৯৮,৮০০.০০	৩,৮৪,৯১,৬০০.০০
১১	লাইফ লাইন ২৮টি	৮,২১০.০০	২,২৯,৮৮০.০০
১২	টেন্ট ১৪টি	১,২৪,০০০.০০	১৭,৩৬,০০০.০০
১৩	অ্যাংকর (ছোট/বড়) ২৮টি	১১,২০০.০০	৩,১৩,৬০০.০০
১৪	ওয়াটার ডিসপেনসার ১৪টি	২,৬৫০.০০	৩৭,১০০.০০
		সর্বমোট =	**৪,৬৩,৬০,৯৮৬.০০**

১১ মডার্ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণীঃ			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	মোট মূল্য
১	টোয়িং ভিহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) ১০টি	৫৮,৬২,৩২০.০০	৫,৮৬,২৩,২০০.০০
২	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক আপ টাইপ) ১০টি	৩৬,৪২,৪০০.০০	৩,৬৪,২৪,০০০.০০
৩	অ্যাম্বুলেন্স ১০টি	৫৭,৫৫,০০০.০০	৫,৭৫,৫০,০০০.০০
৪	পোর্টেবল পাম্প (ছোট) ২০টি	২০,৬৭,২২০.০০	৪,১৩,৪৪,৪০০.০০
৫	স্মোক ইজেক্টর ২০টি	২,৯৪,০০০.০০	৫৮,৮০,০০০.০০

৬	ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ১২০টি	১,৪৭,৪৪০.০০	১,৭৬,৯২,৮০০.০০
৭	ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ উইথ ইন্ডাক্টর ২০টি	৯৪,৭০০.০০	১৮,৯৪,০০০.০০
৮	ব্রাঞ্চ পাইপ (টারেক্স) ১০টি	৩৪,৪৪৯.০০	৩,৪৪,৪৯০.০০
৯	ফোম কম্পাউন্ড ২০০০০ লিটার	২৪৯.০০	৪৯,৮০,০০০.০০
১০	হিট প্রটেকটিভ স্যুট ৩০ সেট	১,৪৪,৯৯০.০০	৪৩,৪৯,৭০০.০০
১১	বিশেষ পানিবাহী গাড়ি (২০০০০ লিটার) ১টি	৪,৮৭,৮৮,৩২০.০০	৪,৮৭,৮৮,৩২০.০০
১২	টোয়িং ভিহিক্যাল (ডাবল কেবিন) ১টি	৬৩,৯৭,৯০০.০০	৬৩,৯৭,৯০০.০০
১৩	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক আপ টাইপ) ১টি	৫৩,৮০,২৭০.০০	৫৩,৮০,২৭০.০০
১৪	পোর্টেবল পাম্প (ছোট) ২টি	২০,৬৭,২২০.০০	৪১,৩৪,৪৪০.০০
১৫	ফোম কম্পাউন্ড ২০০০০ লিটার	২৪৯.০০	৪৯,৮০,০০০.০০
১৬	হিট প্রটেকটিভ স্যুট ৩০ সেট	১,৪৪,৮৯০.০০	৪৩,৪৬,৭০০.০০
১৭	ডাইভিং অ্যাপারেটাস ১০ সেট	২,৪৯,৫০০.০০	২৪,৯৫,০০০.০০
১৮	ডাইভিং স্যুট ১০ সেট	২৬,৪৬০.০০	২,৬৪,৬০০.০০
১৯	গ্যাস ডিটেক্টর ১০টি	২,৯৯,০০০.০০	২৯,৯০,০০০.০০
২০	ক্যারাবিনা ৪৯০টি	৮০০.০০	৩,৯২,০০০.০০
২১	হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক ১০টি	৬,৪৯,১২০.০০	৬৪,৯১,২০০.০০
২২	হাইড্রোলিক স্প্রেডার ১০টি	৬,৪৭,৬১৭.০০	৬৪,৭৬,১৭০.০০
২৩	হাইড্রোলিক পাওয়ার কাটার ১০টি	৬,৪৩,৫৯৫.০০	৬৪,৩৫,৯৫০.০০
২৪	লক কাটার ৩০টি	৭,৪৯৯.০০	২,২৪,৯৭০.০০
২৫	চিপিং হ্যামার (ডিমোলেশেন হ্যামার) ১০টি	৫১,১০০.০০	৫,১১,০০০.০০
২৬	রোটারি রেসকিউ “স” ১০টি	৬২,০০০.০০	৬,২০,০০০.০০
২৭	রিসিপ্রোকেটিং “স” ১০টি	২৬,৬০০.০০	২,৬৬,০০০.০০
২৮	পাওয়ার চেইন “স” (ইলেকট্রিক) ১০টি	১৯,৩২০.০০	১,৯৩,২০০.০০
২৯	পোর্টেবল জেনারেটর (৫ কেভিএ) ১০টি	১,৭৯,০০০.০০	১৭,৯০,০০০.০০
৩০	ফেইস মাস্ক/গ্যাস মাস্ক ১০০টি	১৭,৪৪৪.০০	১৭,৪৪,৪০০.০০
৩১	এক্স (বড়) ১০০টি	১,৭৯৯.০০	১,৭৯,৯০০.০০
৩২	এক্স (ছোট) ১০০টি	২,২০০.০০	২,২০,০০০.০০
৩৩	ব্যাটারি চার্জার ১০টি	৫,৫৯৯.০০	৫৫,৯৯০.০০
৩৪	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন ১০টি	৬,৩৯,৯৯০.০০	৬৩,৯৯,৯০০.০০
৩৫	পানিবাহী গাড়ি (৬৫০০ লিটার) ৫টি	২,৫৯,৯২,৯৯৮.০০	১২,৯৯,৬৪,৯৯০.০০
৩৬	বিশেষ পানিবাহী গাড়ি (১১০০০ লিটার) ৫টি	২,৭৯,৯২,৯৮০.০০	১৩,৯৯,৬৪,৯০০.০০
৩৭	টার্ন টেবিল লেডার (৬৮ মিটার) ৫টি	১৩,৩৬,৭৭,৯৬২.০০	৬৬,৮৩,৮৯,৮১০.০০
৩৮	টার্ন টেবিল লেডার (৬৪ মিটার) ১টি	১০,৪৮,৫১,২৭৭.৬৩	১০,৪৮,৫১,২৭৭.৬৩
		সর্বমোট=	**১৩৮,৪০,৩১,৪৭৭.৬৩**

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফায়ার স্টেশন ও সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের ছবিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন	মানিকগঞ্জের হরিরামপুর ফায়ার স্টেশন	বরিশালের হিজলা ফায়ার স্টেশন
এরিয়াল প্লাটফরম লেডার	পানিবাহী গাড়ি	অগ্নিনির্বাপণী ফায়ার স্যুট
টোয়িং ভেহিক্যাল কেবিন টাইপ	ডুবুরিদের ডাইভিং অ্যাপারেটাস	পোর্টেবল পাম্প
এয়ার কমপ্রেশার	চেইন স	রোটারি রেসকিউ স

২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নঃ

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাদিহি নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর ব্যাপক বিস্তারের কারণে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও

সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তরের চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৯৫.৯৭%। উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো: অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা, দুর্ঘটনারোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/ বাণিজ্যিক ভবন ও বস্তি এলাকায় মহড়ার আয়োজন, টপোগ্রাফি, গণসংযোগ, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন, ফায়ার লাইসেন্স, ছাড়পত্র প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুত, ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩৩টি ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ১৭টি মোট ৫০টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এপিএ টিম কাজ করছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অন্য দপ্তরসমূহের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং এর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের হার ৯২.৭৫%। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাহসিকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য “পদক প্রদান নীতিমালা (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর)-২০১৯” চূড়ান্তকরণ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শাখা/অধিশাখা এবং অধীন অফিস পরিদর্শন ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ, গণশুনানি আয়োজন, দুর্নীতি রোধকল্পে অধিদপ্তরসহ অধীনস্ত সকল দপ্তরে বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী স্লোগানযুক্ত ব্যানার ফেস্টুন স্থাপন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় স্টোরের কার্যক্রম অনলাইনে রুপান্তরকরণ, অধিদপ্তরে কর্মরতদের সঠিক সময়ে উপস্থিত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালুকরণ, ই-অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্সে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর সংযুক্তকরণ, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩৭টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের নৈতিকতা উপকমিটি কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০২০-২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার জন্য মনোনিত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। সরকার নির্দেশিত উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের তালিকা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের ধারণা প্রদানকারীর নাম	যে কারণে উদ্ভাবনী ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে	সর্বশেষ ফলাফল
১	ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ	১. ইনোভেশন টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ২. প্রশিক্ষণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	ইতিপূর্বে সেবা গ্রহীতাদের সেবাটি গ্রহণের জন্য ন্যূনতম চারবার অধিদপ্তরে আসতে হয়। এছাড়া চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবাগ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পার হতে হতো। এই উদ্যোগের ফলে ঘরে বসেই সেবাগ্রহীতারা সেবা পাবেন।	বাস্তবায়িত। সেবা গ্রহীতা কোনো ভিজিট ছাড়াই নিজ অবস্থানে থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন ফরম সংগ্রহ, আবেদন দাখিল ও ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করতে পারছেন। এ সম্পর্কে নিয়মিত নোটিফিকেশন পাচ্ছেন।
২	ফায়ার সাইন্স ও অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ	১. ইনোভেশন টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ২. প্রশিক্ষণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	ইতিপূর্বে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেবা গ্রহীতাদের সেবাটি গ্রহণের জন্য ন্যূনতম চারবার অধিদপ্তরে আসতে হতো এছাড়া চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবাগ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পার হতে হতো। এই উদ্যোগের ফলে ঘরে বসেই সেবাগ্রহীতারা সেবা পাবেন।	বাস্তবায়িত। সেবাগ্রহীতারা কম সময় ব্যয়ে সেবা পাচ্ছেন। কর্মস্থলে বা ঘরে বসেই এই সেবা নিতে পারছেন। মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছেন।
৩	মাড কনট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিং	১. ইনোভেশন টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ২. প্রশিক্ষণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	বর্তমানে পাহাড়ধস বা ল্যান্ড স্লাইডিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী এবং কাদা-মাটিতে আটকেপড়া ভিকটিমকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো যান্ত্রিক ডিভাইস ছিল না বিধায় উদ্ধারকাজ আটকেপড়া ব্যক্তি ও উদ্ধারকর্মী উভয়ের জন্যই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এতে উন্নত সেবা প্রদান ব্যাহত হতো।	বাস্তবায়িত। যন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমিধসে আটকে পড়া নাগরিককে পুনঃধস থেকে রক্ষা করা যায়। উদ্ধারকারীগণ নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছেন। উদ্ধারকাজে কম সময়ের মধ্যে সাফল্য আসছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ছবিঃ

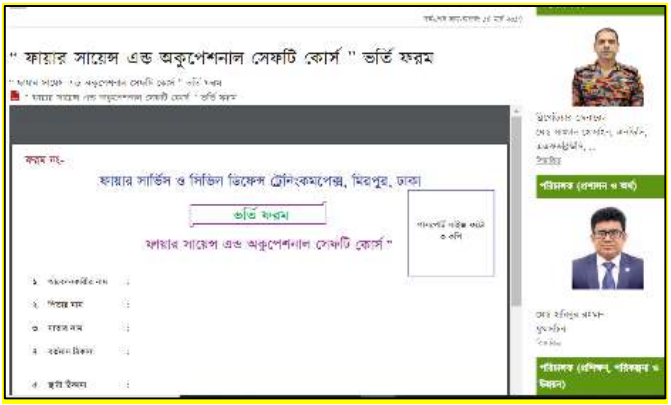

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য এখন অধিদপ্তরে আসার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই সবাই অনলাইনে আবেদন থেকে শুরু করে সনদ পাওয়া পর্যন্ত সেবা নিতে পারেন।

পেশাগত বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পেশাগত বিষয়ে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি সাফল সময় ছিল গত ২০২০-২১ অর্থ বছর। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ শাখা থেকে এ সময় অনেকগুলো বই প্রকাশ করা হয়েছে। একসময় বই না থাকার কারণে বা বই স্বল্পতার কারণে এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত ছিল, একই সাথে বাইরের সাধারণ জনগণও এ বিভাগের কার্যক্রম এবং তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে জানার অবকাশ পেতেন না। সেই সময় অতিক্রম করে গত অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত বইগুলো হলোঃ ১. স্টাডি গাইড অব ফায়ার, রেসকিউ অ্যান্ড হেলত সেফটি; ২. স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটিং; ৩. সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ; ৪. ল্যান্ডস্লাইড রেসপন্স; ৫. হ্যাজমেট রেসপন্স গাইড; ৬. জাহাজের আগুন; ৭. বজ্রনিরাপত্তা; ৮. বেসিক ফাস্টএইড ফর মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি; ৯. আগুন হতে সাবধান; ও ১০. ভূমিকম্পের সচেতনতা। এসব বই প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের পক্ষে সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আব্দুল মমিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

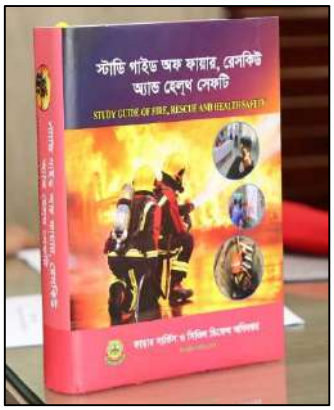

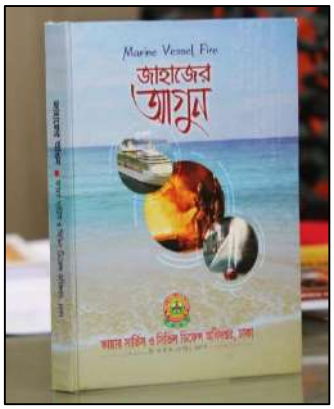

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকাশিত কয়েকিটি বইর আলোকচিত্র

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যক্রমঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের (২০২০-২০২১ অর্থ বছরের) ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) গত ১৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এসডিজি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের এসডিজি বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

(খ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্যোগ দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৬ প্রকল্প, ২৫ প্রকল্প, ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশাল অপারেশন উইং (FARSOW), স্ট্রেংদেনিং অ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (SAFER) প্রকল্প, এক্সপানশান অব অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেস অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প, ৪০ ফিট এয়ার ব্রিদিং এন্ড গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারি প্রকল্প বাস্তবায়ন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিসসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সারাদেশে মোট ৪৫৬টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে অপারেশানল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সারাদেশে নতুন ৮৫টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান এবং ২৪টি ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) আগামী ২৮ মার্চ ২০২১ খ্রি: অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এসডিজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। এছাড়া ট্রেনিং কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে এবং আগামী অর্থবছরেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(ছ) নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন প্রকল্প প্রণয়নকালে সকল বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল ধারণাকে সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(জ) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ১,২৬৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈদেশিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(ঝ) এসডিজি বাস্তবায়নে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে ৪৭,৪১৩ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাছাড়া (UNCHR)-এর অর্থায়নে ৩,১১০ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(ঞ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এসডিজি লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেবামূলক বিশেষ কার্যক্রম ও উত্তম চর্চাঃ

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানঃ

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তথ্যপ্রযুক্তিতে উৎসাহ ইত্যাদি গুণাবলি বিবেচনায় গত আর্থবছরেও এ অধিদপ্তরের ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কারের আওতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সনদপত্র এবং ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনঃ

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়টি সম্ভাব্যতার পর্যায়ে রয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার বালুখালী ও কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে ২টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালুর কার্যক্রম আগে থেকেই চলমান আছে। এর মধ্যে কুতুপালং স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের কনস্ট্রাকশন সম্পন্ন করার পর স্যাটেলাইট স্টেশনটির কার্যক্রম চালুর জন্য তার হ্যান্ডওভার সম্পন্ন হয়েছে। বালুখালী স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের জমি হ্যান্ডওভার গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমানে উখিয়া ফায়ার স্টেশনের নিয়মিত জনবলের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে ২০ জনের একটি বর্ধিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিয়ে রেসপন্স করা যায়। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সংঘটিত ১৭ টি অগ্নিদুর্ঘটনায় অংশ নিয়ে উখিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে ১৪,৫০,০০০ টাকার সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া এসব দুর্ঘটনা থেকে ৭ জনের মৃতদেহ এবং ১ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস।

মেলা ও প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েনঃ

দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত রেসপন্স নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলাসহ বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে ফুলটাইম অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়ে থাকে। এর ফলে মেলায় স্থাপিত স্টল ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিশেষ করে অগ্নিদুর্ঘটনার মতো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ওই সব অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট থেকে তাতে সাড়া প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সীমিত আকারে নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও এই নিরাপত্তা ইউনিট নিয়োজিত রাখা হয়।

ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ নিয়মিত আপডেটকরণঃ

সকল সেবা সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করার উদ্দেশ্যে এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টির অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ফেইজবুক পেজ খোলা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে নিয়মিতভাবে এই ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজ নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং সর্বশেষ তথ্য তাতে সন্নিবেশ করা হয়। অধিদপ্তরের পদায়ন, বদলি, আদেশ-নির্দেষসহ সকল অফিসিয়াল পত্রগুলো সারা দেশের সব জায়গা থেকে দেখার ও সংগ্রহ করার সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে এই সাইট দুটিতে আপলোড করা হয়েছে। ফলে সকলের পক্ষে স্বল্প

সময়ে ও সহজেই সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ওয়েবসাইট ও ফেইসবুকের ঠিকানাঃ http://www.fireservice.gov.bd/ এবং https://www.facebook.com/fscd.bd

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ

প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত করার লক্ষ্যে পানি ছিটানোঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার জন্য পানি ছিটানো হয়। শহরকে ধুলাবালুমুক্ত ও বসবাস উপযোগী রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন নিয়মিত পানি ছিটানোর এই কাজ সম্পাদন করেছে। এছাড়া করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকেই জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে করোনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধেও অংশ নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় নিয়মিত পানি ছিটানোর দৃশ্য

উৎসবে-আয়োজনে ঘরমুখো মানুষকে নিরাপত্তা সেবা প্রদানঃ

প্রতিবছরের মতো গত ২০২০-২১ অর্থবছরেও ঈদ ও বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে শহর থেকে ঘরে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লঞ্চ টার্মিনাল ও নৌপারাপার এলাকায় ডুবুরিসহ নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করেছে। শিশু, বৃদ্ধ ও সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষকে তারা নৌযানে উঠতে-নামতে সহায়তা করেছে। প্রতিবছরই এ সময় নৌ-দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে জন্য ফায়ার

সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।

করোনাভাইরাসকালীন সম্পাদিত কাজঃ

করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গত ২০২০-২১ অর্থবছরেও নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়সহ অধিদপ্তরের পরিচালকগণ এবং অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তা মনিটরিং করেন। সারা দেশের সকল জেলায় করোনাপ্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গণমাধ্যমেও তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। করোনাভাইরাস-এর বিস্তার শুরু হওয়ার পর থেকে সরকারি নির্দেশনার আলোকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ এবং এ বিষয়ে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সরকারি নির্দেশনার আলোকে সাধারণ অফিস বন্ধ রাখার সময়ও এ অধিদপ্তরের সকল অপারেশনাল কাজ চলমান রাখা হয়। মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিভাগীয় সদস্য যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের আইসোলেশনে রাখা নিশ্চিতকরণ, মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ফুডিংয়ের ব্যবস্থাসহ দেখভাল করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। আক্রান্তদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। জরুরি প্রয়োজনে কেউ ছুটিতে গেলে ফেরত আসার পর তার কোয়ারেনটাইন নিশ্চিত করা হয়।

করোনায় জীবাণুনাশক ছিটানো ও ঘরে থাকার অনুরোধ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগী পরিবহন

অস্থায়ী হাসপাতাল ও কোয়ারেনটাইন সেন্টার স্থাপনঃ বিভাগীয় করোনা আক্রান্তদের জন্য নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে অস্থায়ী করোনা হাসপাতাল চালু রাখা হয় এবং ঢাকার ডেমরায় কোয়ারেনটাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়। করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধিদপ্তরের জারিকৃত বিভিন্ন সময়ের আদেশ ও নির্দেশনা আপলোড করা হয়।

বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনায় আক্রান্তের পরিসংখ্যানঃ সার্বিক সতর্কতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করার পরও গত ২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্নিদুর্ঘটনা ও উদ্ধার অভিযানসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কাজে গিয়ে এ অধিপ্তরের অনেক কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে সঠিক সময়ে মাহপরিচালক মহোদয়ের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল খুবই সীমিত। এ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের মোট ৪৪৭ জন সদস্য

করোনায় আক্রান্ত হন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এদের ৪৩২ জন সুস্থ হয়ে কাজে ফিরেছেন। ১২ জন আইসোলেশনে আছেন এবং আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়।

অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও অনুশাসন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই হচ্ছে এ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এই অধিদপ্তরে নবনিযুক্তদের আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে বিশ্বমানের একটি ট্রেনিং একাডেমি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' নামের এই ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় প্রায় ১০০ একর জায়গা অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সাথে ফায়ার সার্ভিসের জনবল কাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮১ সালের জনবল কাঠামো দিয়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান সম্ভব হবে না এবং যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখা যাবে না বিধায় বর্তমান জনবলকে ২৫,০০০ জনে উন্নীত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই কাজে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ইউএনডিপি সহযোগিতা করছে। সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি, সেবার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু সেবা প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারীদের সেবা সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে উপজেলার পাশপাশি শহর ও ঘণবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহে যেখানে ফায়ার স্টেশন বিদ্যমান নেই এমন গ্যাপ এরিয়া খুঁজে বের করে তার সম্ভাব্যতা যাচাই, জমি অধিগ্রহণ, স্টেশন ভবন নির্মাণ এবং জনবল নিয়োগ প্রদান ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কসমূহেও একইভাবে প্রয়োজনে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পিএসসির মাধ্যমে ১টি ব্যাচের অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। একটি দক্ষ, মেধাভিত্তিক ও প্রযুক্তিসুবিধাসম্পন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে।